দৈনিক সংবাদ

19 JUN 1986

তারিখ 19 JUN 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

17

ডাক্তারদের ইন্টার্নীশীপ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে

মেডিক্যাল ও ডেন্টাল গ্র্যাজুয়েটদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ এখন থেকে 'ইন্টার্নীশীপ প্রশিক্ষণ' নামে অভিহিত হবে। খবর বাসস'র।

এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এমবিবিএস ও বিডিএস ডিগ্রী লাভ করেছেন এমন সব ডাক্তার ও ডেন্টিষ্টের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী অবিলম্বে কার্যকর হবে। এ নিয়মাবলী ১৯৮০ সালের বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইনের ১৪(২) ধারার অধীনে প্রণীত হয়েছে।

ইন্টার্নীশীপ প্রশিক্ষণ সার্বক্ষণিক হবে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে প্রশিক্ষণরত ইন্টার্নী ডাক্তার ও ইন্টার্নী ডেন্টিষ্টরা এ আদেশের আওতায় আসবেন। সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১২ই জুনের গেজেটে একথা জানানো হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের (স্বাস্থ্য শাখা) প্রকাশিত নিয়মাবলী অনুসারে ইন্টার্নীশীপ প্রশিক্ষণের জন্য কোন

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ইন্টার্নীশীপ

(১ম পাতার পর)

নিয়োগপত্র জারি করা হবে না। সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ এমবিবিএস মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট ও বিডিএস ডেন্টিস্টদের একটি তালিকা একই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের কাছে পেশ করবেন। পরিচালক তারপর তাদের জন্য ইন্টার্নীশীপ প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করবেন।

ইন্টার্নী ডাক্তাররা তাদের প্রশিক্ষণ চলাকালে নির্ধারিত দু'হাজার পাঁচশ' টাকার ভাতা পাবেন। সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক এ ভাতা প্রদানের বন্দোবস্ত করবেন। প্রশিক্ষণরত ডাক্তারদের ড্রয়িং ও ডিসবার্সিং কর্তৃত্ব থাকবে না।

ঐ শর্তাবলীতে বলা হয়, প্রশিক্ষণরত ডাক্তাররা তাদের নিজস্ব বাসস্থানের বন্দোবস্ত করবেন।

বিভিন্ন হাসপাতালের পরিচালক ও কলেজের অধ্যক্ষরা প্রত্যেক ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী ডাক্তারদের তালিকা স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে পাঠাবেন। মহাপরিচালক তাদের ভাতার বাজেট বরাদ্দের জন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

গেজেটে বলা হয়, ১৯৮২ সালের ১৮ই জানুয়ারী ও ৬ই ফেব্রুয়ারী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জারি করা দু'টি পত্র বাতিল করা হয়েছে।